মিতু

কলঙ্কিনী নদী

কলঙ্কিনী নদী

বিদেশের নামেই ব্যাকুল হয়ে পরে এমন মানুষের সংখ্যা বোধ হয় কম নয়। মিতুর কোন ধরনের আগ্রহই নেই বিদেশের ব্যাপারে। মানুষের কত কি স্বপ্ন থাকে। মিতুর তেমন কোন স্বপ্ন নেই। শুধু তাই নয়, নিজের ব্যাপারেও তেমন কোন আগ্রহ নেই তার। চেহারা ভালো, তাই একটা বিয়ে যে তার ঠিক সময়ে হয়ে যাবে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত সে। তাই লেখাপড়ার ব্যাপারেও কোন আগ্রহ নেই তার। মেধাও ভালো তার। খুব অল্প পড়াশুনা করেই, এস এস সি তে ফার্ষ্ট গ্রেড পেয়েছে সে। আর তাই, এইচ এস সি তেও তেমনি একটা ভালো রেজাল্ট করে, যে কোন একটা ইন্যুভার্সিটি ভর্তি হবার সুযোগটা যে হয়ে যাবে, তাতে সে কোন ধরনের সন্দেহ আছে বলে মনে করেনা। ইন্যুভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারলেই, সেশন জট মিলিয়ে বছর পাঁচ ছয় নির্দ্বিধায় কেটে যাবে। এরই মাঝে যদি বিয়েটা হয়েই যায়, তাহলে আর কি?

মিতুর মাথার উপর অভিভাবক গোটা কয়েকজন আছে। বাবা মা তো আছেনই, বাড়ীর সবচেয়ে কনিষ্ঠ মেয়ে বলে, অভিভাবক হিসেবে, বড় দুই বোন তাদের হাসব্যাণ্ডরা, আর তার চেয়ে অধিক ক্ষমতা রাখে তার প্রবাসী দুই ভাই। তাতে করে মিতুর দৃঢ় বিশ্বাস, পছন্দের ছেলে যদি জীবনে নাই আসে, তাহলেও সমস্যা নেই। এতগুলো আভিবাবক থাকতে বিয়ের ব্যাপারে ভাবনা করাটাই বোকামী। অথচ, সমস্যাটা বাঁধালো মিতুর প্রবাসী বড় ভাইটি।

মিতুর বড় ভাই আমরান সাদাসিধে মানুষ। সাদাসিধে মানুষ অনেক রকমের হয়। আমরান, সেই অনেক রকমের মাঝে, কোন এক রকমের, যারা জীবনকে দেখে নিজের মতো করে। কখনো, অন্যের মতামত ভেবে দেখেনা, কারন, সে তার নিজস্ব চিন্তাভাবনার কারনেই, অনেকটা সফলতার শিখরে এসে পৌঁছেছে। তাই তার চিন্তাভাবনায় কোন ভুল থাকতে পারে বলে সে মনে করে না।

আমরান, বাংলাদেশের আর দশজন, বিশেষ মেধাবীদের মাঝে পরেনা। তবে, তার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট আছে। সে তার স্কুল জীবনে লব্দ্ধ করা বাংলা রচনা, অথবা ইংরেজী এসেই গুলোর বিশেষ কয়েকটি আইটেম, নিজের জীবনের সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। সেগুলো হলো, সময়ানুবর্তীতা, নিয়মানুবর্তীতা, অধ্যবসায়, আর স্বাবলম্বী। তার ধারনা, এই কয়েকটি ব্যাপার যদি, জীবনে পালন করা যায় তাহলে জীবনে স্বার্থকতা নিশ্চিত। আর সে তা প্রমান করে দিয়েছে নিজের জীবনে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্হায়, এস এস সি, এইচ এস সি তে স্ট্যাণ্ড করা, কি যেনো কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে। আমরান, সে সব অর্জনের ধার ধারেনি কখনো। সে ছাত্রজীবন চালিয়েছে তার নিজের মতো করে। তাই, ঐসব স্ট্যাণ্ড করা আর, তার হয়ে উঠেনি। তবে যেটা সে পেরেছে, তা হলো, ধীর এবং দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলার এক প্রাকৃতিক অনুভুতি নিজের মনে সঞ্চার করতে। আর তাই, নিজের অজান্তেই, ইন্যুভার্সিটিতে পদার্থ বিদ্যায় অনার্স এবং এম এস সি তে ফার্ষ্ট ক্লাসটা পেয়ে বিদেশী একটা স্কলারসীপ পেয়ে গেলো সে, পি এইচ ডি করার জন্যে।

সুপ্রিয় পাঠক পাঠিকা, যারা দেশের বাইরে কখনো যাননি, তাদের কাছে বিদেশের উপর, বিশেষ করে সুউন্নত দেশগুলোর উপর, এক ধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে। এক শ্রেনীর লোকেরা ভাবে, আহা কি সুখে আছে ঐসব দেশের মানুষগুলো। আর এক শ্রেনীদের প্রতিক্রিয়া হলো, ঐসব দেশে কোন জীবন আছে নাকি?

আমরান এই বিদেশ বিভূইয়ে এসে অনেক কিছু দেখেছে, শিখেছে। ঠিক তাই, ভালো মন্দ সব মিলিয়ে, বাংলা সংস্কৃতির তুলনা হয়না, এটা সে বুঝেছে হাড়ে হাড়ে। কিন্তু, তার মনের মাঝে যেটা কাজ করেছে, তা হলো, এত উন্নত মানের সংস্কৃতি থাকতে, বাঙলা জাতিটা এত গরীব কেনো? আর এত বিশ্রী সংস্কৃতি নিয়ে উন্নত দেশগুলোতো দিব্যিই আছে। পুরো

বিশ্বের উপর ক্ষমতা চালিয়ে যাচ্ছে। আর চমৎকার সংস্কৃতির নিজ দেশের, উপর স্তরের মানুষটিও সাহায্যের জন্যে মাথা নত করতে কুন্ঠা বোধ করছে না, ঐ বিশ্রী সংস্কৃতির দেশগুলোর কাছে।

এই বিদেশ বিভূইয়ে এসে আমরানের একটি বিশেষ সমস্যা হলো। তার রিসার্চ টপিকসের কারনে, তাকে এমনি একটা ইন্যুভার্সিটিতে ভর্তি হতে হলো, এম এস আর পি এইচ ডি এর জন্যে, যেখানে বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রবাসীরা হলো, একটি বিশেষ ইন্যুভার্সিটি থেকে আসা। আরো পরিস্কার করে বললে, বলতে হয়, আমরানকে এম এস কোর্সে ভর্তি না হয়ে, হতে হলো এম ইঞ্জ কোর্সে। বাংলাদেশের একটি সাধারন ইন্যুভার্সিটির ছাত্র হিসেবে, সে যেনো পুকুরের মাছ হয়ে, সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলো। দেশী কারো সাথে তার বনিবনা হলোনা। তাই বলে আমরান থামেনি। তার অধিকাংশই বন্ধুরাই হলো পরদেশী। মন্দ কি?

যখন অন্য সব দেশী কৃতি ছাত্ররা, স্কলারসীপের টাকায় পায়ের উপর পা তুলে রিসার্চ করে দেশে ফিরে গিয়ে ইন্যভার্সিটির শিক্ষকতা করার স্বপ্ন দেখছিলো, তখন আমরান দেখলো, অন্য সব বিদেশী ছেলেরা পড়াশুনা করছে নিজের টাকায়, পার্ট টাইম চাকুরী করে। আমরান ভাবলো, অন্য কথা। নিজের একটি ভাই, এবার এইচ এস সি দেবে। তাকে যদি এভাবে পার্ট টাইম চাকুরী করা প্রবাসী ছাত্র বানানো যায় কেমন হয়?

ছোট ভাইকে নিজ খরচে প্রবাসী ছাত্র বানিয়ে, আমরানের বেশ কষ্ট হলো। কারন, সে মানবিক নিঃসংগতা এড়ানোর জন্যে, ইতিমধ্যে এক বিদেশীনীকে বিয়ে করে ফেলেছে। তার অলস ভাই, পার্ট টাইম করে টিউশন ফী তো দূরের কথা, খাবার দাবারের খরচও যোগার করতে পারলোনা। আর, আমরানের নিজের স্কলারসীপের টাকাতে বউ আর ফুটফুটে একটি মেয়ের খরচ চালাতেই হিমসিম খাবার মতো।

আমরান নিজেই পার্ট টাইম কাজ শুরু করলো। তাকে দেখে, তার অলস ভাইটি আরো আরো পরিশ্রমী হতে শিখলো। কিছুদিনের মধ্যেই, তার ছোট ভাইটি পার্ট টাইম করে, টিউশন ফী আর থাকা খাওয়া ম্যানেজ করে, মাঝে মাঝে দেশে গিফট পাঠাতে লাগলো। আর আমরান, নয়টি রিসার্চ পেপার লিখে, পি এইচ ডি শেষ করার পর, প্রফেসরের রিকমেণ্ডে একটি কোম্পানীতে যোগ দিলো, রিসার্চ ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে। সেই অবসরে, আণ্ডারগ্রেড শেষ করে, চাকুরী যোগার করে নিলো নিজে নিজেই, তার ছোট ভাইটিও। আমরান, নিজেকে সফল মনে করে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছিলো তখন। তাই আমরান ভাবলো মিতুর কথা।

একটি বাংলাদেশী মেয়ে, পার্ট টাইম করে, নিজ খরচে প্রবাসী ছাত্রী হলে কেমন হয়? আমরান তার ছোট বোনকে প্রস্তাব করলো, এইচ এস সি পরীক্ষা দিয়েই যেনো, স্টাডি এব্রডের প্রস্তুতিটা নিয়ে নেয়। আমরানের এমন একটা প্রস্তাবে, দেশের পরিচিত জনদের মাঝে, একটা পাগল বলে পরিচিতি লাভ করলো সে। এত সব পরিচিত ছেলে আত্নীয়গুলো যখন জীবীকার জন্যে বিদেশ পারি দেয়ার প্রহর গুনে, আমরানকে চিঠি লিখছে, টেলিফোন করছে, আমরান তখন এড়িয়ে গেছে, টাকা পয়সা নাই বলে। সেখানে একটি মেয়েকে কিছু খরচপাতি করে দেশে একটা ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দেয়াটাই কি উত্তম নয়? স্কলারসীপ হলে অন্য কথা। পার্ট টাইম করে মেয়েরা বিদেশ বিভূইয়ে পড়তে যাবে, এ আবার কেমন কথা? তা ছাড়া বিদেশে কোন সংস্কৃতি নেই। অল্প বয়সের একটা মেয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেখানে।

আমরান নির্ঘাত খামখেয়ালী করছে ভেবে, তার কথা কেউ পাত্তা দিলো না। এমনকি, তার প্রবাসী ছোট ভাইটিও। এবং, সে এক কথায় বলে দিয়েছে, টিউশন ফী অথবা, অন্য কোন কারনে মিতু যদি বিপদে পরে, তাহলে একটি পয়সা দিয়েও সাহায্য করতে পারবে না।

মিতুও ব্যাপারটা মামুলী ভেবেছিলো। এইচ এস সি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার উৎসাহ দেবার জন্যে, রসিকতা করছে বোধ হয় তার বড় ভাইয়া। কিন্তু, যেদিন মেইল বক্সে, পারমিশন অব ইলিজিবীলীটির খাম টা এসে পেঁছুলো, রিতীমতো বোকা বনে গেলো মিতু।

মিতু এলো বিদেশে। বিদেশে আমরানের নিজ বাড়ীতে, এক কঠিন নিয়মের শৃংখলে পরে তার দম বন্ধ হয়ে অসতে লাগলো। হোম সিকনেসে কাঁদলো অনেক রাত। আমরান তাকে বুঝালো, জীবন সম্বন্ধে। দেশে থেকে যা সে শিখতে পারবেনা, তার চেয়ে, অনেক শিখতে পারবে, জানতে পারবে সে এখানে।

যার কোন স্বপ্নই নেই, তাকে বুঝিয়ে কি লাভ। আমরান বিরক্ত হলো, নিজের বোনের উপর। একদিন সে রাগ করে বললো, তুমি কি করতে চাও জীবনে, পরিস্কার করে বলো, আমি তাই করবো।

এক রোখা ডিকেটটর এই ভাইটিকে সে খুব ভয় পেতো বিদেশে আসার পর থেকেই। সেদিন আর সে ভয় পেলো না। সে মুখের উপর বলে দিলো, আমি দেশে চলে যাবো। তুমি আমর জন্যে অনেক ভেবেছো, পয়সাও খরচ করেছো অনেক। যদি দয়া করে ফেরার প্লেন টিকেটটা দাও তাহলে কৃতজ্ঞ থাকবো। এত কষ্ট করে পড়ালেখা আমি করতে পারবোনা। আমার ভালো একটা বিয়ের জন্যে ভাবছো তো? বিদেশী ডিগ্রী থাকলে, একটা ভালো বিয়ে হবে আমার এই তো? আমার বিয়ের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি বিয়ে করবোনা।

আমারান চুপচাপ শুনছিলো মিতুর কথা। তার চোখে টপ টপ করে পানি ঝরছে। সে মিতুকে কাছে ডাকলো। মিতু কাছে আসতেই তাকে বুকে জড়িয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, তুমি যা বলবে, তাই হবে। তুমি আমার সবচেয়ে আদরের ছোট বোন। তোমাকে কষ্ট দেবার জন্যে এখানে আসতে বলিনি। দেখাতে চেয়েছিলাম, শিখাতে চেয়েছিলাম, এই দেশের মেয়েরা, কতটা কর্মঠ। এই দেশের মানুষগুলো, আনন্দ করে, ফুর্তি করে, নোংরামী করে। বাংলাদেশীদের সবাই এটা দেখে। তার চেয়ে বড় কথা, এরা নারী পুরুষ সবাই কর্মঠ। তাই এই দেশটা এত উন্নত। এটা বাংলাদেশীদের অনেকেই ভেবে দেখেনা। আসলে, আমি তোমাকে দিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চেয়েছিলাম। তুমি প্রমান করে দেবে যে, বাংলাদেশী মেয়েরাও কর্মঠ হতে পারে। পার্ট টাইম কাজ করে পড়ালেখা চালাতে পারে। আমি ফেইল্যুর হয়েছি। আমি কালই তোমার প্লেন টিকেটের ব্যাবস্হা করছি। এখন ঘুমুতে যাও।

পরদিন, অফিসে গিয়ে কাজে মন বসলোনা আমরানের। তার জন্যে, কলীগ আর বসদের কথাও শুনতে হলো তার। সে এগারটার দিকে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বেড়িয়ে গেলো, মিতুর প্লেন টিকেটের ব্যাবস্হা করতে।

আমরান সাধারণত বাড়ী ফিরে অনেক রাতে। সেদিন, সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে পাশের ঘর থেকে একটা গানের গলা শুনতে পেলো আমরান। এত মিষ্টি গলা মিতুর? গানের গলা শুনে, আমরানের গায়ের লোম শিউরে, খাড়া হয়ে উঠলো। আমরান নিজেকে খুব অপরাধী মনে করতে লাগলো। এমন, সহজ সরল, সংস্কৃতিমনা একটি মেয়েকে, উন্নত বিশ্বের কঠিন নিয়ম কানুন আর পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী হবার কথা শিখিয়ে ভুল করেছে সে। সে থাকবে, বাংলাদেশের অন্য দশটা মেয়ের মতো উচ্ছল প্রাণবন্ত। বিয়ের আগে সবার আদরে আদরে সময় কাটিয়ে দেবার কথা। বিয়ের পর স্বামীর সেবা আর ঘর সংসার দেখবে। বাংলাদেশের প্রতিটি ছেলেতো তাই চায়। গরীব দেশটার ভাঙাচুড়া চেহারাটাতে তো তারা খুবই সন্তুষ্ট। নিজের একটি বোনকে বিদেশী নীতি শিখিয়ে, দেশটাকে বিন্দু মাত্র উন্নতির দিকে ঠেলে দিতে পারবেনা সে। আমরান ছোট একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে, নিজের প্রাইভেট কম্পিউটার রুমে গিয়ে ঢুকলো।

আমরানের ঘরে ফেরার শব্দে, গান বন্ধ করলো মিতু। সে আমরানের রুমের দরজায় নক করলো। অনুমতি পেয়ে ঘরে ঢুকে বললো, ভাইয়া, আমি একটা রেষ্টুরেন্ট থেকে পার্ট টাইমের অফার পেয়েছি, করবো?

আমরান অবাক হয়ে বললো, তুমি তো দেশে চলে যাচ্ছো, টিকেটও হয়ে গেছে, এখন আর পার্ট টাইম করে কি হবে?

মিতু, আমরানের ঘাড়ের কাছে এসে, তার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, ভাইয়া, আর কয়েকটা দিন দেখি!

মিতুর প্রবাসী জীবনের আগ্রহের ভাবটা দেখে, আমরান টিকেট কেনার খরচের কথাটা ভুলে গেলো বেমালুম। সে তার গালটা টিপে দিয়ে বললো, পাগলী মেয়ে। যাও এখন তোমার ভাবীকে বলো, খাবার রেডী করতে।

কর্তব্যকর্মে অবহেলায়, মিতুর পার্ট টাইম কাজটা চলে গেলো, এক মাসের মাঝেই। সে তার উপার্জিত টাকাগুলো, আমরানের হাতে দিয়ে বললো, ভাইয়া স্যরি। কালকে থেকে আর পার্ট টাইম নেই।

আমরান অনেকটা গম্ভীর হয়ে বললো, নিশচয়, কাজে ফাঁকি দিয়েছো?

মিতু কেদেঁ ফেললো, আমি তো আমার চেষ্টা করেছি।

তারও অনেকদিন পর। মিতু অনেকটা মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে এই বিদেশ বিভুইয়ে। সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে। আলাদা বাসা নিয়েছে সে। আমরান একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, নিজের পরিবারকে নিয়ে ভাবতে লাগলো। তেমনি ছুটির এক দিনে, সন্ধ্যার পর বসার ঘরে টি ভি দেখছিলো সে, শুধু সময় কাটানোর জন্যে। তার বিদেশী বউ, এটাচ কাউন্টার কিচেনে রান্না বান্না করছিলো। একটা লোকাল ভ্যারাইটি প্রোগ্রাম চলছিলো তখন। অনেকটা বিদেশীদের নিয়ে। অনেকগুলো প্রবাসী মেয়ে সারি হয়ে বসে আছে। মেয়েগুলোর পরনের পোষাক খুবই সংক্ষিপ্ত। সী বীচ বিকিনি বলতে যা বুঝায়। ঘোষিকার

ঘোষনার পর, তারা, একজন একজন করে ধারাবাহিকভাবে নিজ নিজ একিটভিটি শো করছে। কেউ গান গাইছে, কেউ অঙ্গ ভঙ্গীর মাধ্যমে কমেডী শো করছে। আমরান অবাক হয়ে দেখলো, তাদের একজনের চেহারা খুবই পরিচিত। পরিচিত বললে, ভুল হবে। মিতুর ঠিক অবিকল চেহারা। মিতু যদি এমন সাজগোজ আর চুলের ধরণ করতো, তাহলে তাকে ঠিক এমনি লাগতো বুঝি। বাঙালী অথবা ইণ্ডিয়ান কেউ যে হবে নিশ্চিত। আমরান খুব আগ্রহ করে দেখতে লাগলো। সংক্ষিপ্ত পোষাকে মোটেও মন্দ লাগছেনা তাকে। বরং, অন্য সব সাদা চামড়ার, বিদেশী মেয়েদের চাইতেও চমৎকার লাগছে তাকে।

হঠাৎ, আমরানকে অবাক করে দিয়ে ঘোষিকা ঘোষনা করলো, এবার একটি সংগীত পরিবেশন করবে, বাংলাদেশের মিতু। আমরান, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলোনা। সে তার বউকে ডেকে বললো, দেখো দেখো, আমাদের মিতু!

আমরানের বউ পাত্তা দিলোনা, বললো, রাখো তোমার মিতু। বাঙালী চেহারার মেয়ে দেখলেই তোমার কাছে মিতুর মতো মনে হয়। তোমার সিস্টার হ্যালুসিনেশন হয়েছে।

আমরান বললো, আরে না, নামও তো বললো।

তার বউ বললো, এক নাম কি দুজনের থাকতে পারেনা?

আমরান রাগ করলো, আহ তুমি তর্ক করো না তো? আমার মোবাইলটা দাও। এক্ষুনি টেলিফোন করবো মিতুকে।

আমরান মিতুকে টেলিফোন করে বিজী টোন পেলো। অনেক চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত লাইন পেলো সে। কিন্তু যে ধরলো সে মিতু নয়, অন্য একটি মেয়ে। মেয়েটি পরিচয় দিলো, সে মিতুর ম্যানেজার।

মেয়েটির সাথে আলাপ করে যা জানতে পারলো, মিতু এখন সবচেয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। তার গানের সি ডি বেড়োবে, তাই দিন রাত তার, রিহার্সাল আর রেকর্ডিং, রিরেকর্ডিং চলছে।

আমরান কথাগুলো শুনে একটা ছোট নিঃশ্বাস ছাড়লো। মিতুর কাছে হয়তো এটা একটা বড় সফলতা। কিন্তু তার অবুঝ দেশের মানুষগুলো, তার এই সফলতাকে কেমন করে নেবে কে জানে?

(মিতু আর আমরান চরিত্র দুটি সম্পূর্ন কাল্পনিক। এই গল্পের স্হান, কাল, আর পাত্রপাত্রীদের কারনে, কেউ যদি নিজের সাথে মিল পেয়েই যান, তাহলে ক্ষমা করবেন।)

Some comments from the readers:

Arnab Dasgupta wrote (Fri, 18 Aug 2006 16:45:55 +0000)

Dear Nishkalonko:

Very nice story (Mitu).

Thanks for sending. Keep writing more. Initially in the story you raised an extremely valid point: why these western countries with so liberal society do so well while our Bangladesh (or India) with so much of conservativeness is so poor. You did not try to answer that. Probably one reason is very high population in our countries - even China is not reach like western countries due to the same reason. Second reason could be honest transaction of money. Here people use credit or debit cards and all transactions are recorded. In India/Bangladesh lot of bribery takes place by cash. Here bribery is almost nil. Police are very honest. I can tell you, if cash is abolished and credit/debit cards become only way of making monetary transactions, much of the poverty will disappear. There shall be no unaccounted for money. All of it will be used for some purpose insted of being stored in a rich person's locker. Last but not the least: Often honest people (such as those of our conservative society) suffer all through their life, while dishonest (or liberal) people seem to enjoy life. Well - probably someone from up there (Allah/God) knows what next. Dont know if you believe in 'next life' concepts

what Hindu's do. We (Hindus) believe that through our sufferings we become pure. Those who (seem to) enjoy - get indebted for more work in their next lives to pay for those undue enjoyments . Kind regards,
arnab dasgupta.
Utica, New York.